দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... 2-2 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬ ...

জাতিকে রক্ষা করতে হলে শিক্ষাকে বাঁচান

খন্দকার হাসনাত করিম

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক আমাদের প্রিয় নবী মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। অশিক্ষা আর অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মানবতাকে তিনিই আলোকিত করে গেছেন। তাঁর জীবন ও আদর্শই মানব জাতির জন্য এক মহান শিক্ষা। তদুপরি শিক্ষা অনুশীলনের জন্য সর্বাধিক তাগিদ তিনিই দিয়েছেন। বিদ্যা শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশ গমনের তাগিদ তিনিই দিয়েছেন। শিক্ষার প্রচলন ইসলাম-পূর্ব যুগে অবশ্যই ছিলো। কোনো কোনো জাতি যেমন চীনা বা গ্রীক জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে যথেষ্ট অগ্রগতিও অর্জন করেছিলো। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য যে মানবতার কল্যাণ ও মুক্তি, এই ধারণা মানব জাতি প্রথম আল্লাহর প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাছ থেকেই পায়। একমাত্র তিনিই পেয়েছিলেন প্রকৃত শিক্ষা। তাই তাঁর আদর্শের হুবহু অনুসরণ শিক্ষার অভাব পূরণের মাধ্যমে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে টেনে নিয়েছে। এখন বিজ্ঞান ও শিক্ষার অন্যান্য সকল শাখায়ই উন্নতি ঘটেছে। প্রযুক্তি যে কোথায় চলে গেছে, তা হয়তো আমরা অনেকে ভাবতেও পারি না। এই অগ্রগতির যুগে মানবতার মুক্তির প্রকৃত পথ যারা খুঁজছেন তাদের কোনো উপায় নেই আল্লাহর নবীর (সঃ) প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে। কেননা, যত এগিয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞান, যতই শাণিত হচ্ছে মানুষের জ্ঞানগম্যি, যত সহজ হচ্ছে প্রকৃতির সাথে মানুষের খাপ খাওয়ানোর কঠিন কাজটি, ততই প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছেন আল্লাহর নবী (সঃ)-এর আদর্শ তথা ইসলামী জীবনাদর্শ। এমন একটি মহৎ বিশ্বাসের উপর গড়ে উঠেছে এই জীবনাদর্শ যার সংস্পর্শে জ্ঞান হয়েছে আশীর্বাদ। ঘৃণা ও জ্ঞান একত্রিত হলে মানবতার জন্য তা ধ্বংসের কারণ হয়। কিন্তু জ্ঞান ও প্রেম যত্ন [illegible] সুদূর দরজা খুলে যেখানেই গেছে

একদিকে সমাজের শুভ শক্তিকে জাগ্রত করে পশ্চাৎপদতা ও প্রতিকূলতাকে রুখে দাঁড়িয়েছে; অন্যদিকে বিদ্যার একচেটিয়া বা মনোপলির রাজত্ব কায়েম না করে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ধারণাগত অনুষদগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছে। উমাইয়াদের কালে বাগদাদ কিংবা মোগলদের যুগে আগ্রা-লক্ষ্ণৌ বা সুলতানী যুগে এই বঙ্গদেশে তাই বিদ্যা শিক্ষা প্রসারের এক অকল্পনীয় সফলতা প্রত্যক্ষ করা যায়। বিদ্যা শিক্ষার বিশ্বকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কর্দোবা, আল-হামরা, সে তো মুসলমান শিক্ষাব্রতী সাধক ও বিদ্যাপ্রিয় শাসকদেরই কল্যাণে। বৃটিশরা বাংলায় দখল ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর আগে গোটা বাংলাদেশই ছিলো একটি বিশাল জ্ঞান-সাম্রাজ্য। বাংলার আশি হাজারেরও বেশী বিদ্যা প্রতিষ্ঠান মুসলিম বাংলার সত্যাগ্রহ ও বিদ্যাপ্রিয়তার সাক্ষী ইতিহাসের সীমানাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। ঢাকার নবাবদের কাছে ব্যাপকভাবে ঋণী হয়ে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল (যা এখন গৌরবময় বুয়েট), ঢাকা মাদ্রাসা, ময়মনসিং লাইব্রেরী, কলিকাতা স্কুল, কলিকাতা হিন্দু ছাত্রাবাস, কলিকাতা নার্সিং স্কুল, মাউন্ট রোড লাইব্রেরী, বোম্বে মাদ্রাসা, রাজা মন্ড্রি গার্লস স্কুল, বালাসোর মোহামেডান এডুকেশন ফাণ্ড, মিটফোর্ড কলেজ হাসপাতাল, অক্সফোর্ড ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট, ঢাকা ক্লাব লাইব্রেরী, আলীগড় কলেজ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, জামালপুর মাদ্রাসা, ফররুখাবাদ মোহামেডান বয়েজ মিশন স্কুল, মিডওয়াই ফারী স্কুল, বারাসাত স্কুল, কোলকাতা ফ্রী স্কুল, নর্থব্রুক হল লাইব্রেরী, বরিশাল বার লাইব্রেরী, কুমিল্লা বার লাইব্রেরী, বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরী, কলিকাতা মাদ্রাসা স্কলারশীপ ফাণ্ড, ঢাকা মিউজিক স্কুল, পাবনা মসলিম ছাত্রাবাস, গুমের মিশন স্কুল, মুসলিম গার্লস স্কুল, বরিশাল স্কুল, ভিক্টোরিয়া

> **শিক্ষা খাতে রাষ্ট্রের আগ্রহ দক্ষ মানবশক্তির পূর্বশর্ত। পৃথিবীর বহু সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থানগত বিলুপ্তি হলেও মানসিক বা [illegible] অবিনাশী হয়ে আছে**

শিক্ষা খাতে রাষ্ট্রের আগ্রহ দক্ষ মানবশক্তির পূর্বশর্ত। পৃথিবীর বহু সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থানগত বিলুপ্তি হলেও মানসিক বা দার্শনিক সম্পদ অবিনাশী হয়ে রয়েছে কেবলমাত্র শিক্ষার প্রচার তথা উন্নত সংস্কৃতিরই কারণে। আজকের বিশ্বের চীন কিংবা ইরাক সাম্রাজ্যবাদের তীব্র বিরোধিতা করছে। কারণ তারা শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে প্রাচীনতম বুনিয়াদের অধিকারী। ক'দিন আগেও মিসরও সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করেছে। মিসর নেতৃত্ব দিয়েছে নিখিল আরব জাতীয়তাবাদের। আজকের মিসর কিছুটা অবশ্য বশ্যতার নীতি অনুসরণ করছে, এটা অনস্বীকার্য। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ছিলো বলেই মুসলিম ভারত বৃটিশ দখলদারীকে কখনোই মেনে নেয়নি। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে দরিদ্র ও হীনমনস্ক জাতির পক্ষেই আগ্রাসনের সামনে মাথা নোয়ানো স্বাভাবিক। এদেশের মুসলমান সার্বভৌমত্বের যুগে কেবল সিন্ধু উপত্যকার থাট্টা জেলাতেই চারশ' কলেজ ছিলো বলে ১৬৯০ সালে পর্যটক ক্যাপটেন হ্যামিলটন সাক্ষ্য দিয়েছেন। প্রায় ওই সময়েই ঢাকার সোনারগাঁর বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসতো বুখারা, সমরখন্দ, তুস প্রভৃতি মধ্য এশীয় দেশের ছাত্ররাও।
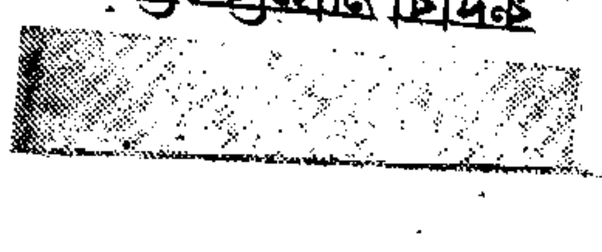
প্রফেসর ম্যাক্স মিলস্ লিখেছেন, মুসলমানদের শাসনামলে "সারা হিন্দুস্থানের শহর ও জেলাগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো। সেখানে প্রতি ৩১ জন শিশুর জন্য একটি করে স্কুল ছিলো।.... আগ্রায় একাধিক মাদ্রাসা ছিলো। এখানকার মাদ্রাসার জন্য 'শিরাজ' থেকে শিক্ষক আনা হতো।" সম্রাট জাহাঙ্গীর এমন একটা আইন করেছিলেন যে, দেশের যেখানেই কোন উত্তরাধিকারীহীন দেশীয় ধনী ব্যক্তি বা বিদেশী বণিক মৃত্যু বরণ করবে, তার সকল সম্পদ তৎক্ষণাৎ সরকারী মালিকানায় পরিণত হবে এবং তা মাদ্রাসা ও খানকার জন্য ব্যয় হবে। (মুনতাখাল্লুবাব/কাফী খাঁ)। ইংরাজ রাজ কর্মচারী ও [illegible] History of British India'